নক্ষত্রের অনন্তযাত্রা

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

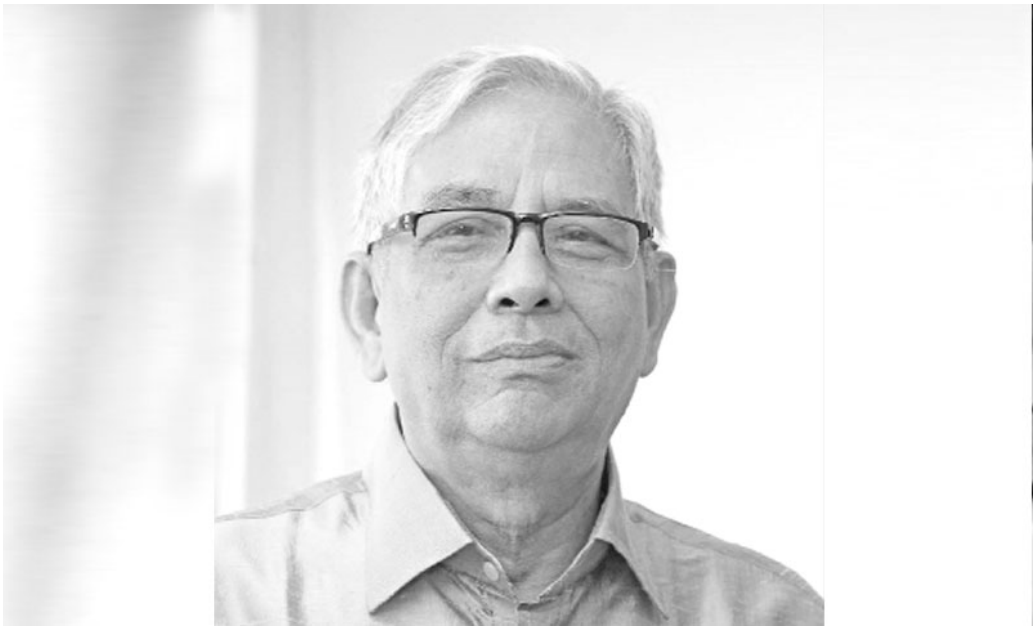

আজকের দিনের হিসাবে অল্প বয়সেই চলে গেলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র আনিসুল হক। এমন ক্ষতি কিভাবে পূরণ হবে তা ভাবতেও কষ্ট হয়। তবুও জীবন-জগৎ চলমান। সময়ের ঘড়ি থেমে থাকে না।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার পরিমণ্ডলে আনিসুল ছিলেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ধ্রুবতারার মতোই শক্তির আলো যুক্ত করে এই পরিমণ্ডলকে শুভ, সুন্দর, প্রীতিময় ও প্রচ্ছন্ন করবেন—সে আশা আমাদের ছিল বৈকি। আনিসুল হক ধূমকেতুর মতো হারিয়ে গেলেন বলেও মনে করি না। তিনি অনেক অনেক লোকের মনের মুকুরে, চিন্তা-চেতনার অনুভবে, হৃদয়ের গভীরে শ্রদ্ধার আসনে বিরাজিত থাকবেন চিরঞ্জীব-চিরভাস্বর হয়ে। ঢাকা মহানগরবাসীর সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তেরও প্রত্যাশা, প্রথাগত রাজনীতির ছক অতিক্রম করে জনকল্যাণ ও নগর অগ্রগতির দৃষ্টান্ত হবেন আনিসুল হক। তাঁর শূন্যস্থানে সে রকম নেতৃত্ব আসুন—সে প্রার্থনা করতেই হবে।

আনিসুল হক মেয়র পদপ্রার্থী হতে চাননি বলে জানা যায়। আওয়ামী লীগের কিছু ভারিক্কি নেতা এ পদে লড়তে মনোনয়ন চাইছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জনবন্ধু শেখ হাসিনা আনিসুল হককে ডেকে এনে মেয়র পদে দাঁড়াতে বলেন। সঠিক কাজটিই তিনি সাধারণত করে থাকেন। মেয়র হিসেবে আনিসুল হক নির্বাচনের আগে ও পরে বিভিন্ন খাতের জটিল ও দীর্ঘদিনের পথ হারানো সমস্যাগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শিক্ষা ও সমাধানের আলোকবর্তিকা লাভ করেছিলেন। ব্যতিক্রমধর্মী নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছিলেন তিনি। মেয়র হিসেবে সামনে থেকে কর্মী হিসেবে অবৈধ দখল, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেওয়া, কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণ, পয়োনিষ্কাশন, তিলোত্তমা নগরী গড়তে ক্লিন ও গ্রিন ঢাকা কার্যক্রম, রিকশা ও কিছু যানবাহনকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা, আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, অপরাধী শনাক্তকরণে সিসিটিভি লাগানো, অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ সাইনবোর্ড-বিলবোর্ড অপসারণ এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে মেয়র আনিসুল হক দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী ও সুদূরপ্রসারী সাফল্য অর্জন করেন। মনে পড়ে তেজগাঁও সাতমাথার কারওয়ান বাজারমুখী মাথাটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে ট্রাক, বাস, লরির জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করার সময় মেয়র আনিসুল হককে সন্ত্রাসীরা দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। কিন্তু কৃতসংকল্প অকুতোভয় দেশমাতৃকার এই

বীরসেনানী অবৈধ দখলকারীদের জঞ্জাল মুক্ত করে সুনসান করে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন কারওয়ান বাজার-তেজগাঁও-সাতমাথার সুন্দর দৃশ্যপটকে।

বিটিভির উপস্থাপক-ঢাকার বাইরে থেকে এসেও নিজ প্রচেষ্টা, সাধনা ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় আনিসুল হক বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে জাতীয় অগ্রাধিকারমূলক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ দেশবাসীকে কার্যকরভাবে জানাতে পারতেন নিজস্ব অভিনবত্ব ও বহুমুখিতায়। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে মোহাম্মদী গ্রুপের সফলতা ও জয়জয়কার আনিসুল হকের মধ্যে উদ্যম ও প্রত্যয় জাগিয়ে তোলে। তবে বিজিএমইএ ও এফবিসিসিআই নির্বাচিত হয়ে তিনি পরিচিত ও খ্যাতির শিখরে উঠে আসেন। কিন্তু অনুষ্ঠান গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও সঞ্চালনার কাজ তিনি মেয়র নির্বাচন করার আগ পর্যন্ত চালিয়ে যান। দুস্থ শিল্পী ও কলাকুশলীদের কল্যাণে নিবেদিত একটি ট্রাস্ট ফান্ড শুরু করা হয়। এর বার্ষিক আয় থেকে বহু গুণীজনকে আনিসুল হক ও তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী রুবানা হক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন। নিজেদের সম্পৃক্ত করেন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে পরিচিত করার কাজে।

স্মরণ করতে চাই যে, রুবানা হক একটু পরিণত বয়সে ইংরেজিতে মাস্টার্স করার জন্য ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। তীক্ষ মেধা ও কঠোর পরিশ্রমী রুবানা সব কোর্সে ‘এ’ (গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজ ৪ এ ৪) পেয়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের একজন হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। দেশের শিল্প প্রসার তথা তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যারের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং দৃঢ়তর পদক্ষেপে এগিয়ে পথ অনুসন্ধানে আমার চলমান গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত, বিশ্লেষণ-ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন রুবানা হক। সেই থেকে জেনেছি আনিসুল হকের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজকর্মে রুবানা হকই যথেষ্ট। অনেক আগ্রহী বিদেশিকে দেশে এনে ও বাংলাদেশের অর্জন ও ভবিষ্যতের বিরাটতার সম্ভাবনা বিবিসিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আলোচনায় কম্বোডিয়ার সেই কিশোরী মেয়েটি কিভাবে বাংলাদেশকে ভালোবেসে ফেলেন সেই কাহিনীর সূত্র ধরে রুবানা হক বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিশ্ববাজারে বিপণন করে থাকেন। সম্ভবত এসব ক্ষেত্রে আনিসুল হকের শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবেন রুবানা হক। আমি নিঃসন্দেহ যে জনবন্ধু শেখ হাসিনা আবারও সঠিক সিদ্ধান্তটিই নেবেন এবং ঢাকা উত্তরের নগরবাসী সঠিক নেতৃত্বই চয়ন করবেন আগামী ৯০ দিনের মধ্যে।

দুটি বিষয়ে আমি খুবই চিন্তিত ও বিচলিত। ঢাকা মহানগরীর উন্নয়নে নানামুখী বাস্তব সমস্যা, চরম সমন্বয়হীনতা ও একটি কার্যকর নীতি-কৌশলের ছত্রচ্ছায়ায় একটি জুতসই ও টেকসই গভর্ন্যান্সের জন্য সিটি গভর্নমেন্টের প্রচলন করতেই হবে, তা কাল হোক বা পরশু। করাচি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মতো নয়; বরং দিল্লির স্বায়ত্তশাসিত আলাদা মেট্রোপলিটন সরকারের মাধ্যমেই এটি সম্ভব। সে ক্ষেত্রে একজন আনিসুল হকের মতো সুদক্ষ ও দূরদর্শী কর্মবীরের অনুসন্ধান করতে হবে, যিনি এই চ্যালেঞ্জিং কাজটি করার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের আলোচনায় থাকা গাজীপুর, সাভার, নরসিংদী ও কেরানীগঞ্জের চারটি টাউনশিপের রূপরেখা তৈরি করে সরকারকে তা বোঝাতে সক্ষম হবেন। আমরা এমন একজন মেয়র চাইব, যিনি আনিসুল হক-সাঈদ খোকনের শুরু করা ঢাকা মহানগরীতে বর্তমানে চলাচলকারী সব যানবাহন মালিকদের সমবায়ী ছাদের নিচে এনে পুরনো সব লক্কড়ঝক্কড় হটিয়ে ছয় হাজার আধুনিক নতুন বৃহদাকার যান ঢাকায় নামাবেন।

লেখক : সদস্য, আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশন, জাতিসংঘ এবং সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।

পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com